কালের কণ্ঠ

তারিখ 07 FEB 2016
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ২

প্রক্টর ও প্রভোস্ট ঢুকে দেখলেন

টেবিলে দাঁড়িয়ে নবীন ছাত্র

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

প্রথম বর্ষের (নবীন) এক ছাত্র টেবিলে দাঁড়িয়ে আছে। চারপাশে চেয়ারে বসা দ্বিতীয় বর্ষের কয়েকজন ছাত্র। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) আবাসিক আশরাফুল হক হলের অতিথি কক্ষের গত শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দৃশ্য এটি। ওই কক্ষে প্রভোস্ট ও প্রক্টর হঠাৎ ঢুকে দেখেন এ দৃশ্য।

হল সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার রাতে প্রথম বর্ষের ছাত্রদের নিয়ে অতিথি কক্ষে বসে হলের ছাত্রলীগের কর্মীরা। এর নেতৃত্বে ছিলেন কৃষি অনুষদের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র রাকিব হোসেন। এ সময় নবীন শিক্ষার্থীদের ওপর বিভিন্ন ধরনের মানসিক নির্যাতন (র‍্যাগিং) চালাতে থাকেন তাঁরা। খবর পেয়ে সেখানে যান হলের প্রভোস্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডি। এ সময় তাঁরা প্রথম বর্ষের এক ছাত্রকে টেবিলের ওপর দাঁড় করিয়ে তার ওপর মানসিক নির্যাতন চালাতে দেখেন। এ বিষয়ে ছাত্রলীগের কর্মীদের জিজ্ঞেস করলে তারা নির্যাতনের বিষয়টি প্রভোস্টের কাছে অস্বীকার করে। পরে হলের ছাত্রলীগের নেতা ও সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন প্রভোস্ট, প্রক্টর ও সহযোগী ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা।

বাকৃবির হলে র‍্যাগিং

এ বিষয়ে জানতে চাইলে অভিযুক্ত ছাত্রলীগের কর্মীরা বলে, 'হলের ইনডোরে খেলাধুলার জন্য প্রথম বর্ষের ছাত্রদের নিয়ে বসেছিলাম। তাদের ওপর কোনো ধরনের নির্যাতন করিনি।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শুধু আশরাফুল হক হল না, ছাত্রদের অন্য আটটি হলেও গভীর রাত পর্যন্ত নবীন ছাত্রদের আটকে রাখা হয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হল ও বঙ্গবন্ধু হলে প্রায় প্রতি রাতে সাড়ে ৯টা থেকে ১২টা পর্যন্ত এ ধরনের ঘটনা ঘটে। ফজলুল হক হলে কমন রুমে নিয়ে সপ্তাহে দুই দিন ছাত্রদের আটকে রাখা হয়। এ সময় নবীনদের আদবকায়দা শেখানোর নামে তাদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি দেওয়া হয়। এতে পড়ালেখা ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন নবীন ছাত্র।

আশরাফুল হক হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. সুকুমার সাহা বলেন, 'ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে অবস্থান করছেন। তিনি ফিরলে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম জাকির হোসেন বলেন, 'কোনো শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে শারীরিক বা মানসিক অত্যাচারের অভিযোগ পাওয়া গেলে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে।'